দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JUN 1 3 1999 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

৪৭

নট্রামস-এ দুর্নীতি অপচয়-শেষ পর্ব

লন্ডনে থেকেও পেনশন পান এক কর্মকর্তা

হাসিবুর রহমান বিলু ॥ জাতীয় বহুভাষী সাঁটলিপি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি (নট্রামস) পরিচালক আবদুল মান্নান সরকারের বিরুদ্ধে অনেক অনিয়ম, দুর্নীতি ও অপচয়ের অভিযোগ তদন্ত করা হচ্ছে তাকে তার পদে বহাল রেখেই। সরকারি বিধি হলো দুর্নীতি ও আর্থিক অনিয়ম সংক্রান্ত তদন্ত যার বিরুদ্ধে করা হবে তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করতে হবে, কোন কোন ক্ষেত্রে তাকে বদলি করা হয় অথবা দেয়া হয় ছুটি, কিন্তু নট্রামস পরিচালকের ক্ষেত্রে এসব নিয়ম মানা হয়নি, এখনো হচ্ছে না, এমনকি তাঁর কার্যক্রমও স্থগিত করা হয়নি।

গত ১৪ বছর ধরে কোন নিয়োগপত্র ছাড়াই উপসচিব পদমর্যাদার বেতন স্কেলে চাকরি করছেন নট্রামস পরিচালক আবদুল মান্নান সরকার। নিজেকে অবশ্য তিনি যুগ্ম সচিব দাবি করেন। বাংলাদেশে নট্রামস পরিচালকই একমাত্র ব্যক্তি যিনি নিয়োগপত্র ছাড়া একই পদে একই প্রতিষ্ঠানে এক যুগেরও বেশি সময় ধরে চাকরি করছেন।

সাবেক রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের আদেশক্রমে '৮৫ সালের ২২শে আগস্ট যে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় তাতে বলা হয়েছিল: মান্নান সরকারকে এডহক ভিত্তিতে পরিচালকের পদের বিপরীতে নিয়োগ করার কথা। ঐ নিয়োগপত্রে আরো বলা হয়েছে, এডহক ভিত্তিতে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত সৃষ্ট পরিচালকের পদের বিপরীতে নিয়োগ করা হল। এডহক নিয়োগপত্রে এ ধরনের শর্ত পরস্পরবিরোধী। এস্টাব্লিশমেন্ট ম্যানুয়েল (ভলিউম-১) বিধি শাখা ৪ থেকে যে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে সে প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী নট্রামস পরিচালকের চাকরি এডহক নিয়োগের মেয়াদশেষে নিয়মিত না করায় তা অবৈধ গণ্য হওয়ার কথা। এ বিষয়টি শুধু শিক্ষা মন্ত্রণালয় নয়। হিসাব রক্ষণ অফিসও জানে, কিন্তু তারপরেও তাকে সরকারি তহবিল থেকে বেতন দেয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয়, নিয়োগপত্রহীন এই পরিচালক সরকারের লাখ লাখ টাকার বিলে স্বাক্ষর করছেন।

চাকরির ক্ষেত্রে তিনি যে শুধু নিজেই দুর্নীতি এবং অনিয়ম করেছেন তাই নয়, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অনুমতি ছাড়াই অনেককে তিনি অবসর নেয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। যেমনটা করেছেন নট্রামসের প্রশিক্ষিকা সালমা আখতারের ক্ষেত্রে। তিনি স্বামীর সঙ্গে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন লন্ডনে। অথচ নিজেকে অসুস্থ দেখিয়ে তিনি পেনশন নিয়েছেন। তাকে পেনশন দেয়ার ক্ষেত্রে যেসব নিয়ম মানা উচিত ছিল নট্রামস পরিচালক তার অনেকগুলোই মানেননি। একাজে তাকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছেন জেলা হিসাব রক্ষণ অফিসের অডিটর আবদুল জলিল সরকার।

দেশের প্রচলিত আইন লংঘন করে সালমা আখতারকে অবসর দেয়ার কারণে সরকারের বিপুল অংকের টাকা অপচয় হয়েছে। সালমা আখতারকে অবৈধভাবে পেনশন দেয়ার ঘটনা অর্থ মন্ত্রণালয় তো নয়ই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও জানে না। মন্ত্রণালয়কে না জানিয়ে নট্রামস পরিচালক সালমা আখতারকে পেনশন সুবিধা দিয়েছেন। এছাড়াও মন্ত্রণালয়ের অনুমতি না দিয়েই তিনি সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত মেকানিকস ইদ্রিস আলীর পরিবারকেও পেনশন সুবিধা দিয়েছেন। আরো দু'জন বাবুর্চি আবুল হোসেন এবং পাবলিকেসন ম্যানেজার নূরুজ্জামানকে পেনশন সুবিধা দেয়ার প্রক্রিয়া চলছে বলে জানা গেছে।

প্রিয় পাঠক,

নট্রামস-এ দুর্নীতি ও অপচয়ের উপর ধারাবাহিকভাবে ৫ পর্বে প্রকাশিত প্রতিবেদনের আজ শেষ কিস্তি প্রকাশিত হলো। বি.স.